রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০২৫ সনের ২৫ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ১৮, ২০২৬

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫২৭—৫৩৭
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৯৭—৭২৩
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২১৩—২৩৬
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬০৯—৬৩৫
৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আনসার-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩১ বৈশাখ ১৪৩৩/১৪ মে ২০২৬

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.১১৪.২৭.০০০১.২৫-৮২—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ আশিকুর রহমান (বিএভি-১২০১৪২), সহকারী পরিচালক (বিসিএস ৩০তম ব্যাচ), জেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়, নীলফামারী, সংযুক্ত: প্রশিক্ষণ শাখা, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ০৮/২০২০ [দণ্ডবিধির ১৬৫(ক) তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা] ও ০৫/২০২০-[দণ্ডবিধির ৪০৯/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা] দায়ের করা হয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ০৪-০২-২০১৯ তারিখের স্ব:ম: (আ-১)/ অভিযোগ-১০/৯৭-৪৬/৯ স্মারকমূলে তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়;

০২। যেহেতু, তিনি গত ৩০-০৯-২০২০ তারিখে বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, চট্টগ্রাম হতে জামিন লাভ করেন;

০৩। যেহেতু, তিনি বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, চট্টগ্রাম থেকে ২৯-০৯-২০২৫ তারিখের আদেশ নং-৩৯ এর আদেশবলে ০৮/২০২০ ও ০৫/২০২০ নং মামলা দু'টিতে বেকসুর খালাস প্রাপ্ত হয়েছেন;

০৪। সেহেতু, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন)-এর ৩৯(৩) ধারা মোতাবেক জনাব মোহাম্মদ আশিকুর রহমান (বিএভি-১২০১৪২), সহকারী পরিচালক (বিসিএস ৩০তম ব্যাচ), জেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়, নীলফামারী, সংযুক্ত: প্রশিক্ষণ শাখা, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা-এর ০৪-০২-২০১৯ তারিখের স্ব:ম: (আ-১)/অভিযোগ-১০/৯৭-৪৬/৯ স্মারকের সাময়িক বরখাস্তের আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো। তাঁর সাময়িক বরখাস্তকাল কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য হবে।

০৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩/২১ মে ২০২৬

নং ৫৩.০০.০০০০.০০০.৩১১.১১.০০২১.১৭.২৯১—প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ এর ধারা ১১(২) অনুযায়ী প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর সচিব জনাব মোঃ মোখতার আহমেদ-কে তাঁর বর্তমান পদে কর্মরত থাকাকালীন মেয়াদে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছরের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক-এর পরিচালনা বোর্ডে পরিচালক ও চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৫৩.০০.০০০০.০০০.৩১১.১১.০০০১.১৭.২৯৬—Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972)-এর Article 9(3)(c) অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদে পরিচালক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী তসলিম-কে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে ০৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সফি উল্লাহ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ-১
প্রশাসন শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩/২১ মে ২০২৬

নং ২৫.০০.০০০০.০৩৬.১২২.২৭.০০১০.২৫-২২৮—যেহেতু, জনাব সামিয়া সুলতানা, নির্বাহী প্রকৌশলী (রিজার্ভ) (উন্নয়ন), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকায় কর্মরত অবস্থায় গত ০৩-০১-২০২৪ তারিখ থেকে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। মোবাইল ফোনে বারংবার ফোন করা সত্ত্বেও তার সাথে কোনো ধরনের যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব না হওয়ায় গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে ২৯-০৫-২০২৪ তারিখের তঃ প্রঃ (উন্নয়ন)/পিএ/৩১২(৫) নম্বর স্মারকে পত্র প্রাপ্তির ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য তাকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি কোনো জবাব প্রদান করেননি। গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ১৯-০৮-২০২৪ তারিখের ২৫.৩৬.০০০০.২২০.২৭.০৪১.২৪.৩৯৮ নম্বর স্মারকে তাকে ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে জবাব প্রদান না করায় গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে যথাক্রমে ১১-০২-২০২৫ তারিখের ২৫.৩৬.০০০০.২২০.২৭.০৪১.২৪-২৮ নম্বর স্মারকে এবং ১০-০৩-২০২৫ তারিখের ২৫.৩৬.০০০০.০০০.২২০.২৭.০০৪১.২৪-৬১ নম্বর স্মারকে পুনরায় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি অদ্যাবধি কোনো জবাব প্রদান না করে কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও (গ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে ০৩/২০২৫ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী রেজিস্ট্রি এডি ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশ তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পুনরায় প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি;

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব সামিয়া সুলতানা কোনো জবাব দাখিল করেননি, সেহেতু, বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার লক্ষ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মোঃ নাজমুল আলমকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত জনাব সামিয়া সুলতানা, নির্বাহী প্রকৌশলী (রিজার্ভ)(উন্নয়ন), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ০৩/২০২৫ নম্বর বিভাগীয় মামলায় 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন। অতঃপর, বিভাগীয় মামলার ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে ২৩-০২-২০২৬ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল না করায় এবং তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী তাকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৭ এর উপবিধি-১০ মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। জনাব সামিয়া সুলতানা, নির্বাহী প্রকৌশলী (রিজার্ভ) (উন্নয়ন), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি (৩) এর (ঘ) অনুযায়ী তাকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একমত পোষণ করে;

০৩। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত এবং বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি (৩) এর (ঘ) অনুযায়ী জনাব সামিয়া সুলতানাকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় এবং যেহেতু নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব সামিয়া সুলতানাকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব সানুগ্রহ অনুমোদন প্রদান করেছেন;

০৪। সেহেতু, জনাব সামিয়া সুলতানা, নির্বাহী প্রকৌশলী (রিজার্ভ) (উন্নয়ন), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি (৩) এর (ঘ) অনুযায়ী 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' করা হলো।

০৫। জনস্বার্থে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শিল্পকলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ ব./২১ মে ২০২৬ খ্রি.

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৬.২২.১৭৬.২৩(অংশ).১৮৩—সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে 'কল্যান অনুদান' এবং 'সাংস্কৃতিক মঞ্জুরি (সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান)' খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে দেশের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠানকে অনুদান মঞ্জুরি কার্যক্রম বাস্তবায়নে নীতি নির্ধারণ, দিক নির্দেশনা ও অনুমোদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে জাতীয় কমিটি গঠন করা হলো:

উপদেষ্টা

১. উপদেষ্টা/মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সভাপতি

২. সিনিয়র সচিব/সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সহ-সভাপতি

৩. সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা

৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা

৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা

৮. চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৯. জনাব হেলাল খান, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব ও আহ্বায়ক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা (জাসাস) কেন্দ্রীয় কমিটি, হাউজ-৪৪, রোড-২, ব্লক-বি, নিকেতন।

১০. জনাব কবিরুল ইসলাম রতন, বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও কোরিওগ্রাফার, বাসা: জয়ন্তী, বিল্ডিং-২৬৬, খিলগাঁও চৌধুরী পাড়া, তালতলা, ঢাকা-১২১৯।

১১. জনাব সৈয়দ জুবায়ের আহমেদ, সাংবাদিক, নির্মাতা ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, হাউজ নং-৫, মেইন রোড, বনশ্রী, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।

১২. জনাব রেজা আসাদ আল হুদা অনুপম, সহযোগী অধ্যাপক, গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৩. জনাব বাবুল তালুকদার, বিশিষ্ট আলোকচিত্রী ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ফটোজার্নালিস্ট এসোসিয়েশন।

১৪. জনাব কামাল বায়েজিদ, বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব, সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন।

১৫. জনাব ইথুন বাবু, গীতিকার, সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক ও যুগ্ম আহ্বায়ক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা (জাসাস) কেন্দ্রীয় কমিটি, ২১৮, বড় মগবাজার,আকাঙ্খা ২/এ, ঢাকা।

১৬. জনাব ইমাম হোসেন, চেয়ারম্যান, ত্রিমাত্রিক শিল্প ও নকশা বিভাগ,জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

সদস্য-সচিব

১৭. সংশ্লিষ্ট উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

কমিটির কার্যপরিধি:

'কল্যাণ অনুদান' এবং 'সাংস্কৃতিক মঞ্জুরি (সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান)' খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে দেশের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠানকে অনুদান মঞ্জুরি কার্যক্রম বাস্তবায়নে নীতি নির্ধারণ, দিক নির্দেশনা ও অনুমোদন জ্ঞাপন।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আজম উদ্দীন তালুকদার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-১ শাখা

শোক বার্তা

তারিখ: ৩০ বৈশাখ ১৪৩৩/১৩ মে ২০২৬

নং ৩৩.০০.০০০০.১২৬.০৫.০৫৪.১৩.৩৩০—মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, ইন্সপেক্টর, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, ঢাকা গত ১৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ রোজ রবিবার রাত ১০.১১ ঘটিকায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কেরানীগঞ্জ, ঢাকায় চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

০২। জনাব মোঃ কামরুজ্জামান ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৫ জুলাই ১৯৭১ তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি গত ১২ মার্চ ২০০০ তারিখে সম্প্রসারণ কর্মকর্তা পদে মৎস্য অধিদপ্তরে চাকরিতে প্রথম যোগদান করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন দপ্তরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সরকারি দায়িত্ব পালন করেন।

০৩। জনাব মোঃ কামরুজ্জামান তাঁর চাকরি জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও সদালাপী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ০১ (এক) ছেলে, আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

০৪। আমরা জনাব মোঃ কামরুজ্জামান এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং মরহুমের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সচিব।

মৎস্য-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/১২ মে ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩৩.০০.০০০০.১২৭.২৭.০১০.২৪.১৩৬—যেহেতু, জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর ০০৭৯১), গবেষণা কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা; বর্তমান কর্মস্থল: উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কলমাকান্দা উপজেলা, নেত্রকোনা এর বিরুদ্ধে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে গত ২৯-১২-২০২৪ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩০.০৪.০২১.২০-১০৭৯ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে অবহিত করা হয় যে, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ফেইসবুক একাউন্টে স্ট্যাটাস প্রদান করেন; যা মন্ত্রণালয়/দপ্তরে কর্মরত অন্যান্য সিনিয়র/জুনিয়ার/ সতীর্থ কর্মকর্তাদের মনে বিরূপ প্রভাব এবং আন্তঃক্যাডার সমন্বয়হীনতা সৃষ্টি করতে পারে মর্মে আশংকা করা হয়। প্রজাতন্ত্রের একজন দায়িত্বশীল সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর ব্যক্তিগত ফেইসবুক একাউন্টে এ ধরনের বক্তব্য প্রদান আচরণ বিধি লংঘনের শামিল এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর পর্যায়ভুক্ত অপরাধ। সে মর্মে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে ০১/২০২৫ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং ১৮-০২-২০২৫ খ্রি. তারিখের ৪০ নম্বর স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করে তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

০২। যেহেতু, জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর ০০৭৯১), গবেষণা কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা; বর্তমান কর্মস্থল: উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কলমাকান্দা উপজেলা, নেত্রকোনা ২৬-০২-২০২৫ খ্রি. তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে ১৭-০৫-২০২৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য ও মামলার গুরুত্ব বিবেচনায় অভিযোগটি তদন্ত করার জন্য জনাব শাহ আলম মুকুল, যুগ্মসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে (প্রাক্তন যুগ্মসচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়) কে উক্ত ০১/২০২৫ নম্বর বিভাগীয় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়;

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব শাহ আলম মুকুল, যুগ্মসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (প্রাক্তন যুগ্মসচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়) ২০-১১-২০২৫ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং নিম্নরূপ মতামত প্রদান করেন;

> "রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত কাগজপত্র ও প্রমাণাদি 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর আওতায় সংশ্লিষ্ট বিধিমতে তদন্তকার্য পরিচালনা করে জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর ০০৭৯১), উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা এর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট বিধিমতে ৩ (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৯ এর অনুচ্ছেদ ১০-এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘনের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে"।

০৪। যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৯ এর অনুচ্ছেদ ১০-এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘনের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় এবং অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী তাঁকে লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

০৫। সেহেতু, জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর ০০৭৯১), গবেষণা কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা; বর্তমান কর্মস্থল: উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কলমাকান্দা উপজেলা, নেত্রকোনা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক তাঁকে 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

০৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়

জরিপ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩/২১ মে ২০২৬

নং ৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০১৩.১৫.১৩৫—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাটির স্বত্ত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো।

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	খাজুরা	৫০	৩৭৬২	১১	বরগুনা সদর	বরগুনা

নং ৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০৭৭.২৪.১৩৬—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ত্ব বিধিমালা ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহে স্বত্ত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো।

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	মাড়গাঁও	১৮২	৩১৩	১	দিনাজপুর সদর	দিনাজপুর
২	রায়ভাগ	১৪	৬৯৯	১	হাকিমপুর	দিনাজপুর
৩	বড় চেংগ্রাম	১৭	৫৬৫	১	হাকিমপুর	দিনাজপুর
৪	আলীহাট	৬৪	১২৫৪	২	হাকিমপুর	দিনাজপুর
৫	মনিরামপুর	১০৮	৮৪৮	২	বিরামপুর	দিনাজপুর
৬	জগদীশপুর	৫৮	২১৯	১	চিরিরবন্দর	দিনাজপুর
৭	সুরইল	১০৮	২৮১	১	চিরিরবন্দর	দিনাজপুর
৮	গোবিন্দপুর	১২৩	৪৩২	১	চিরিরবন্দর	দিনাজপুর
৯	নারায়ণপুর	১২৯	৪৩৫	১	চিরিরবন্দর	দিনাজপুর
১০	কৃষ্ণপুর খামার	১৩৩	২১৯	১	চিরিরবন্দর	দিনাজপুর
১১	সাহাপুর	১৩৬	৭৮২	২	চিরিরবন্দর	দিনাজপুর
১২	নওগাঁও	৪৬	৫৯৮	২	বীরগঞ্জ	দিনাজপুর
১৩	দীঘলপহুরা	৭৪	২৩৭	১	বীরগঞ্জ	দিনাজপুর
১৪	বিষ্ণুপুর	৮১	৩০৩	১	বীরগঞ্জ	দিনাজপুর
১৫	লোটন	১২২	২৩৬	১	বীরগঞ্জ	দিনাজপুর
১৬	কাটগড়	১২৫	২৪৩	১	বীরগঞ্জ	দিনাজপুর
১৭	ছোট তিলাইন	৭৪	২৩০	১	বিরল	দিনাজপুর
১৮	গোফরাইল	৮৯	১৪৫	১	বিরল	দিনাজপুর
১৯	সন্ডিয়া	১১০	৩৪২	১	বিরল	দিনাজপুর
২০	গোপালপুর	১৭	১৪৯	১	কাহারোল	দিনাজপুর
২১	তরলা	৫২	২৪৫	১	কাহারোল	দিনাজপুর
২২	হোসেনপুর	১৪৪	১৮২	১	কাহারোল	দিনাজপুর
২৩	মোহপুর	৬৭	৩৯১	১	পার্বতীপুর	দিনাজপুর
২৪	বাণিহারী	৯০	২৪৯	১	পার্বতীপুর	দিনাজপুর
২৫	পাঁচ পুখরিয়া	১৫৬	৩২৭	২	পার্বতীপুর	দিনাজপুর
২৬	দক্ষিণ আরাজী গোপালপুর	৭৫	১৪৩	১	ঠাকুরগাঁও সদর	ঠাকুরগাঁও
২৭	পশ্চিম আরাজী চন্ডীপুর	১০৪	১১৪	১	ঠাকুরগাঁও সদর	ঠাকুরগাঁও
২৮	ছেপরিকুড়া	১৪১	২৬২	১	ঠাকুরগাঁও সদর	ঠাকুরগাঁও
২৯	বিষ্ণুপুর	১৪৯	২২৭	১	ঠাকুরগাঁও সদর	ঠাকুরগাঁও
৩০	গোরকই	১৪	৩৫৬	১	রাণীশংকৈল	ঠাকুরগাঁও
৩১	বাচোর	৬১	১০৩৫	২	রাণীশংকৈল	ঠাকুরগাঁও
৩২	দশিয়া	৬৬	৮৯৫	২	রাণীশংকৈল	ঠাকুরগাঁও
৩৩	সিংহোড়	৭৬	২৫২	১	রাণীশংকৈল	ঠাকুরগাঁও
৩৪	সুন্দরপুর	১০৩	৩৯৩	১	রাণীশংকৈল	ঠাকুরগাঁও

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
৩৫	দক্ষিণ নারায়নপুর	১০৫	১৮৬	১	রাণীশংকৈল	ঠাকুরগাঁও
৩৬	রায়পুর	১০৯	৩৪৪	১	রাণীশংকৈল	ঠাকুরগাঁও
৩৭	শীতলপুর	৩৭	২০৬	১	হরিপুর	ঠাকুরগাঁও
৩৮	গিরাগাঁও	০৬	৯৭৯	৩	আটোয়ারী	পঞ্চগড়
৩৯	আটোয়ারী	০৭	৩১৬	২	আটোয়ারী	পঞ্চগড়
৪০	বোধগাঁও	২৮	১১৬৫	২	আটোয়ারী	পঞ্চগড়

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইব্রাহীম মিয়াজী
সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩/২৪ মে ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৭.২৭.০০২৪.২৫.২৫**—যেহেতু, জনাব উত্তম কুমার দেব, সহকারী পরিচালক, ডিজাস্টার রিকভারী সেন্টার, যশোর (সংযুক্তঃ ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট, বাংলাবান্ধা, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়); তিনি জনৈক তমা রায় (বয়স ২৫, জাতীয় পরিচয় পত্র নং-৪২০২১৩৫৫৭২) নামের একজন বিবাহিতা মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। দীর্ঘ ০২ (দুই) বছর অবৈধ সম্পর্কের পর তিনি তাঁর মায়ের নামে থাকা নগরকোন্ডা, সাভার, ঢাকার বাড়ীতে তাঁর কথিত প্রেমিকা জনাব তমা রায়ের স্বামীকে কেয়ার টেকার হিসেবে বাড়ী দেখাশুনার জন্য নিয়ে আসেন। সেখানে তাঁর স্বামীর অবর্তমানে তিনি তমা রায়ের সাথে দীর্ঘ ০৬ (ছয়) মাস সংসার করেন। তিনি এবং তাঁর বড় ছেলে জনাব সৌরভ কুমার দেব (প্রিতম) মিলে তাঁর স্ত্রী তৃপ্তি রানী দেবী ও ছোট ছেলে জনাব সুব্রত কুমার দেব-কে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করেন। একাধিক নারীর সাথে পরকীয়ায় জড়িত থাকার বিষয়ে তাঁর স্ত্রী প্রতিবাদ করলে তিনি স্ত্রীর উপর জোর-জুলুম, নির্যাতন, অত্যাচার ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করেন; এবং

যেহেতু, উপর্যুক্ত অভিযোগের বিষয়টি তদন্তের জন্য ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত বিবাহ বর্হিভূত অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগ এবং তাঁর দ্বারা তাঁর স্ত্রী ও ছোট ছেলেকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। তিনি একজন সরকারি চাকরিজীবী হওয়া সত্ত্বেও সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতীত তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লিখিত বিভিন্ন জায়গায় প্লট/ফ্ল্যাট ক্রয় করেন; এবং

যেহেতু, উপর্যুক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক **'অসদাচরণ'** এর দায়ে গত ২৪-০১-২০২৬ তারিখে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং ০১/২৬) রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কারণ দর্শানো হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২৫-০২-২০২৬ তারিখে অভিযোগের জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন এবং ২৩-০৫-২০২৬ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; এবং

যেহেতু, শুনানিঅন্তে অভিযুক্ত ও রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য, তাঁর দাখিলকৃত জবাব, অভিযোগের গুরুত্ব ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচায় তাঁর ওপর 'লঘুদণ্ড' আরোপ করার সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, জনাব উত্তম কুমার দেব, সহকারী পরিচালক, ডিজাস্টার রিকভারী সেন্টার, যশোর (সংযুক্তঃ ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট, বাংলাবান্ধা, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়)-কে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) বিধি অনুযায়ী **'অসদাচরণ'** এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪ (২) (ক) অনুযায়ী 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

কারা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩/২৪ মে ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.১৭৪.২৩.০০০২.২৬-৫৯**—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পবিত্র ঈদুল আযহা, ২০২৬ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অপরাধে দণ্ডিত নিম্নবর্ণিত ০৪ (চার) জন কয়েদির অবশিষ্ট কারাদণ্ড মওকুফ করা হয়েছে :

ক্র. নং	কয়েদি নম্বর, নাম, পিতার নাম, বয়স ও মামলা নম্বর	কারাগারের নাম	মন্তব্য
০১.	কয়েদি নং-১৯৯০/এ নাঈম শিকদার, পিতা-হান্নান শিকদার, বয়স-৩০ বছর, সদরপুর, সি আর-৪৩৭/২৪	ফরিদপুর জেলা কারাগার	জরিমানা আদায়পূর্বক মুক্তিযোগ্য
০২.	কয়েদি নং-২৯০/এ মোঃ ইসলাম শেখ, পিতা-মৃতঃ আনোয়ার শেখ, বয়স-৪০ বছর, সি আর-২৫৪/১৯ (হরিনটানা)	খুলনা জেলা কারাগার	জরিমানা আদায়পূর্বক মুক্তিযোগ্য
০৩.	কয়েদি নং-৪১৮৫/এ পলাশ বড়ুয়া, পিতা-মৃত আনন্দ মোহন বড়ুয়া, বয়স-৩৪ বছর জিআর- ৩৩/২৪ কোতয়ালী থানার মামলা নং-১৮ তারিখ- ২৯-০২-২০২৪	রাঙ্গামাটি জেলা কারাগার	জরিমানা আদায়পূর্বক মুক্তিযোগ্য
০৪.	কয়েদি নং-২৩০৫/এ আব্দুল মালেক, পিতা- মোন্তাজ মালিতা বয়সঃ ৬৫ সেশন-১০০/২০০৮ জি, আর-১৯৬/০৭ চুয়াডাঙ্গা থানার মামলা নং-০৮	চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগার	জরিমানা আদায়পূর্বক মুক্তিযোগ্য

২। **অন্য কোনো কারণে** উপর্যুক্ত কয়েদিগণকে আটক রাখার আবশ্যকতা না থাকলে **জরিমানা/অর্থদণ্ড** আদায়পূর্বক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) তাদেরকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৩। এ প্রজ্ঞাপন যথাযথ কর্তৃপক্ষের সদয় অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তানভীর-আল-নাসীফ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩/২৪ মে ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.২৭.০০০২.২৬.২০৯**—যেহেতু, জনাব তহিদুল ইসলাম (বিএভি-১৫০০০০০৩৬), সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কার্যালয়, পাবনা (অতিরিক্ত দায়িত্বঃ রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পাবনা); গত ২১-১২-২০২৫ তারিখ ০১৮৬১-৩১৯৫৯৬ মোবাইল নম্বর থেকে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী-কে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে বার্তা প্রেরণ করে মহাপরিচালক এর বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তিকর ভাষায় সমালোচনা করেন। এমনকি বার্তায় "নির্বাচিত সরকার আসলে আর চাকরি করবেন না, পদোন্নতিও নিবেন না" বলে মহাপরিচালক- কে এক ধরণের প্রচ্ছন্ন হুমকি প্রদান করেন; এবং

২। যেহেতু, উক্ত নম্বরের (০১৮৬১-৩১৯৫৯৬) সূত্র ধরে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় বিস্তারিত অনুসন্ধানপূর্বক প্রতীয়মান হয় যে, নম্বরটি আনসার সদস্য জনাব মোঃ মামুন হোসেন (আইডি নং-৪০৩৭৬)-এর জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে নিবন্ধনকৃত (এনআইডি নম্বরঃ ১৯৯৪০৬১৫১৬৯০০০০০৫)। অধিকতর তদন্তের স্বার্থে জনাব মোঃ মামুন হোসেন (আইডি নং-৪০৩৭৬) এবং জনাব মোঃ আবুল হোসেন (আইডি নং ৪০৭৮৩) আনসার সদস্যকে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকায় ডেকে মহাপরিচালক-এর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে বার্তা প্রেরণের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তাঁরা স্বীকারোক্তিমূলক লিখিত জবানবন্দি প্রদান করেন। তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী ০১৮৬১-৩১৯৫৯৬ মোবাইল নম্বরের সিম কার্ডটি আনসার সদস্য জনাব মোঃ আবুল হোসেন (আইডি নং ৪০৭৮৩)-এর অনুরোধে আনসার সদস্য জনাব মোঃ মামুন হোসেন (আইডি নং-৪০৩৭৬) তাঁর জাতীয় পরিচয়পত্র দ্বারা নিবন্ধনপূর্বক ক্রয় করেন এবং তিনি নিজে ব্যবহার না করে তাঁর (অভিযুক্ত কর্মকর্তা) বাসায় গিয়ে দিয়ে আসেন। সিম কার্ডটি অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যবহার করেছেন এবং উক্ত নম্বরটি দিয়ে তিনি তাঁর স্ত্রী, সহকর্মী এবং ব্যাচমেটদের সাথে অসংখ্যবার কথোপকথন করেছেন; এবং

৩। যেহেতু, উপর্যুক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে ২২-০১-২০২৬ তারিখে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং ০২/২৬) রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কারণ দর্শানো হয়; এবং

৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ১৭-০২-২০২৬ তারিখে অভিযোগের জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন এবং ২৩-০৫-২০২৬ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; এবং

৫। যেহেতু, শুনানিঅন্তে অভিযুক্ত ও রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য, অভিযোগনামার, জবাব, অভিযোগের গুরুত্ব ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তকে লঘুদণ্ড আরোপ করা সমীচীন হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৬। সেহেতু, জনাব তহিদুল ইসলাম (বিএভি-১৫০০০০০৩৬), সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কার্যালয়, পাবনা- কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর দায়ে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় একই বিধিমালার বিধি (৪) এর উপবিধি ২(ক) মোতাবেক "তিরস্কার" সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.২৭.০১৫৪.২৫-২১২**—যেহেতু, জনাব মোঃ কামরুল হাসান (বিপি-৯১১৮২২০৫৫৯), সহকারী পুলিশ সুপার, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকায় সংযুক্ত; তিনি সহকারী পুলিশ সুপার, গাবতলী সার্কেল বগুড়া হিসেবে কর্মকালীন গত ১৩-০৬-২০২৫ তারিখ অনুমান ২২.৪৫ ঘটিকায় সরকারি গাড়িযোগে বগুড়া সদরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পথিমধ্যে খলিসাডুলি ব্রীজের পূর্বপাশে মোটরসাইকেল থামিয়ে বডিগার্ড কনস্টেবল/১৭৯৪ মোঃ মাহমুদুল হাসানকে দিয়ে মোটরসাইকেলের কাগজপত্র চেক করান। কাগজপত্র সঠিন না থাকায় মোটরসাইকেল চালক মোঃ ইউসুপ ইসলাম-কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি অত্র এলাকার জামাই, তার শ্বশুর মোঃ জিল্লুর রহমান এর মোটরসাইকেল তিনি ব্যবহার করছেন মর্মে জানান। অভিযুক্ত উক্ত মোটরসাইকেলের চালকের শ্বশুর মোঃ জিল্লুর রহমান-কে ঘটনাস্থলে আসতে বলেন। মোঃ জিল্লুর রহমান ঘটনাস্থলে আসলে তিনি তাঁকে অশ্লীল ভাষায় গালমন্দ করে চড়-থাপ্পর দেন এবং চালক ও মালিকের সাথে অশোভন আচরণ করেন; এবং

যেহেতু, গত ১১-০৬-২০২৫ তারিখ অনুমান ১৯.৩০ ঘটিকায় নেপাতলী বাজারে পাকা রাস্তার উপর সিএনজি ও অটোরিক্সার মুখোমুখি সংঘর্ষে শাকিল নামক এক ব্যক্তি নিহত হয়। উক্ত দুর্ঘটনাকারী সিএনজি গাবতলী মডেল থানার এসআই মোঃ রাজু হোসেন জব্দ করে থানায় নিয়ে যান এবং গাবতলী থানার মামলা নং-১৪ (০৬)২০২৫, ধারা-২০১৮ সালের সড়ক পরিবহন আইনের ৯৮/১০৫ রজু হয়। তিনি উক্ত দূর্ঘটনার বিষয়ে আপোষ করার জন্য সিএনজি চালকের স্ত্রী মোছাঃ চম্পা খাতুন এ নিকট থেকে ১৮,০০০/- (আঠারো হাজার) টাকা গ্রহণ করেন; এবং

যেহেতু, বগুড়ার স্থায়ী বাসিন্দা ও সাবেক ইন্সপেক্টর মোঃ মোখলেছার রহমান বুলু এবং তাঁর আপন ছোট ভাই স্থানীয় ভূমি অফিসের অফিস সহায়ক মোঃ মতিয়ার রহমান এর মধ্যে চলমান জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের মিটিয়ে দেয়ার জন্য তিনি মোঃ মতিয়ার রহমান এর ভাগিনার নিকট হতে সরাসরি মোবাইল ফোনে বিভিন্ন আকার-ইঙ্গিতে অর্থ দাবি করেন, যা পরবর্তীতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়; এবং

যেহেতু, তিনি বিভিন্ন প্রয়োজনে তার বডিগার্ড কনস্টেবল/মোঃ আমজাদ হোসেনের খরচ করা ১১,০০০/- (এগারো হাজার) টাকা পাওনা থাকলেও ঈদের আগে কান্নাকাটি করে চাইলেও তিনি তা পরিশোধ করেননি। এছাড়া, থানার মেস ম্যানেজারসহ তার অফিসের কয়েকজন পুলিশ সদস্য ও সিভিল স্টাফদের দিয়ে তিনি বিভিন্ন সময়ে বাজার করিয়ে নিলেও তাদের খরচ করা টাকা পরিশোধ করেননি; এবং

যেহেতু, তাঁর উপর অর্পিত ২টি বিভাগীয় মামলার নথি, অসম্পূর্ণ, ফেরৎ বা অগ্রগতিমূলক কোনো প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ না করে তিনি কালক্ষেপণ করেছেন। এতে সরকারি কাজকর্মে তাঁর অবহেলা পরিলক্ষিত হয়েছে; এবং

যেহেতু, তাঁর এহেন অকর্মকর্তাসূলভ ও বিভাগীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি কার্যকলাপের জন্য গত ২১-১০-২০২৫ তারিখে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও দুর্নীতি পরায়ণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নং ১৫৪/২০২৫ রুজুপূর্বক কারণ দর্শানো হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ০৬-১১-২০২৫ তারিখে অভিযোগের জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন এবং ২৩-০৫-২০২৬ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; এবং

যেহেতু, শুনানিঅন্তে অভিযুক্ত ও রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য, অভিযোগনামার জবাব, অভিযোগের গুরুত্ব ও আনুসঙ্গিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তকে লঘুদণ্ড আরোপ করা সমীচীন হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ কামরুল হাসান (বিপি-৯১১৮২২০৫৫৯), সহকারী পুলিশ সুপার, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকায় সংযুক্ত কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও দুর্নীতি পরায়ণ" এর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪(২)(খ) মোতাবেক তাঁকে **"০২ (দুই) বছরের জন্য একটি বেতনবৃদ্ধি স্থগিত"** সূচক লঘুদন্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.২৭.০০২৭.২২-২১৪**—যেহেতু, জনাব এইচ. এম. গোলাম রাব্বি (বিপি-৯৩২১২৩৭৬৮৯), সহকারী পুলিশ সুপার, র‍্যাব হেডকোয়ার্টার্স (এয়ার উইং) (সাবেক শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপার, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, সারদা) ৩৮তম বিসিএস-এর মাধ্যমে পুলিশ সার্ভিসে যোগদান করে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণের নিমিত্ত এপ্রিল/২০২১ থেকে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভারে অবস্থান করেন। পরবর্তীতে, তিনি ক্যাডার পরিবর্তনের লক্ষ্যে ৪১তম বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করেন। ৪১তম বিসিএস এর আবশ্যিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা ২৯-১১-২০২১ তারিখ হতে ০৭-১২-২০২১ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পরীক্ষায় কল্যাণপুর গার্লস স্কুল ও কলেজ কেন্দ্রের ৪০১ নং কক্ষের প্রথম ৪টি বিষয়ের পরীক্ষায় তিনি অনুপস্থিত থাকলেও ০৪-১২-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলা ১ম ও ২য় পত্র এবং ০৬-১২-২০২১ তারিখে গাণিতিক যুক্তি পরীক্ষায় উপস্থিত হন। তিনি প্রথম ৪টি বিষয়ের পরীক্ষায় অনুপস্থিত থেকে পরীক্ষার ৫ম ও ৬ষ্ঠ দিবসের ২টি পরীক্ষায় উপস্থিত হয়ে পরীক্ষা চলাকালীন একই কক্ষের পরীক্ষার্থী তার স্ত্রী শারমিন আক্তার সেতুকে অসদুপায় অবলম্বনে সাহায্য করেন। একই সময়ে তিনি পরীক্ষা কক্ষের সিট প্ল্যান পরিবর্তন করে অসদুপায় অবলম্বন করেন মর্মে প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায়, যা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪ এর বিধি ১৬ মোতাবেক অপরাধ; এবং

যেহেতু, তিনি ৩৮তম বিসিএসে পুলিশ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত হওয়ার পর পুনরায় ক্যাডার পরিবর্তনের লক্ষ্যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করেননি। ৪১তম বিসিএস এর লিখিত পরীক্ষায় ৫ম দিনে অর্থাৎ ০৪-১২-২০২১ তারিখে বাংলা ১ম এবং ২য় পত্র পরীক্ষার দিন তিনি বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার হতে ০১ (এক) দিনের ছুটিতে ঢাকায় অবস্থান করেন। পরবর্তীতে, ০৬-১২-২০২১ তারিখে গাণিতিক যুক্তি পরীক্ষার দিন তিনি তাঁর শাশুড়ি অসুস্থ থাকার অজুহাতে ঢাকায় অবস্থান করেন এবং পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে তাঁর স্ত্রী তথা বিসিএস পরীক্ষার্থী শারমিন আক্তার সেতুকে অসদুপায় অবলম্বনে সাহায্য করেন; এবং

যেহেতু, তাঁর এহেন কার্যকলাপের জন্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক কমিশনের পরীক্ষায় "অপরাধমূলক আচরণের জন্য শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নীতিমালা-২০০০" অনুসারে ৪১তম বি. সি. এস এর লিখিত পরীক্ষা বাতিলসহ ঐ বৎসর (২০২১ সালে) এবং পরবর্তী এক বৎসর (২০২২ সালে) কমিশন কর্তৃক অনুষ্ঠেয় যে কোনো পরীক্ষার জন্য এবং কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপিত যে কোনো পদে আবেদন করার জন্য তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে, সরকারী কর্ম কমিশন হতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়; এবং

যেহেতু, উপর্যুক্ত অভিযোগসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৬-১২-২০২৩ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিমতে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নং ২৭/২০২২ রুজুপূর্বক কারণ দর্শানো হয়; এবং

যেহেতু, ২৬-০৮-২০২৫ তারিখে কারণ দর্শানোর জবাব পাওয়া যায়। দাখিলকৃত জবাবে অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে ২৩-০৫-২০২৬ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; এবং

যেহেতু, শুনানিঅন্তে অভিযুক্ত ও রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য, অভিযোগনামার জবাব, অভিযোগের গুরুত্ব ও আনুসঙ্গিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তকে লঘুদণ্ড আরোপ করা সমীচীন হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, জনাব এইচ. এম. গোলাম রাব্বি (বিপি-৯৩২১২৩৭৬৮৯), সহকারী পুলিশ সুপার, র‍্যাব হেডকোয়ার্টার্স (এয়ার উইং) কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিমতে 'অসদাচরণ' এর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪(২)(খ) মোতাবেক তাঁকে "০২ (দুই) বছরের জন্য একটি বেতনবৃদ্ধি স্থগিত" সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২০ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/০৩ মে ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **২৩.০০.০০০০.১৮০.১৩.১৫৬.২২.৩২২**—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সালের ৪ঠা আগস্ট পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর চাকরিতে বঞ্চনা, অবিচার ও প্রতিহিংসার শিকার হওয়া অবসরপ্রাপ্ত, অপসারণকৃত, অব্যাহতিপ্রাপ্ত ও বরখাস্তকৃত (চাকরিচ্যুত) অফিসারদের আবেদন পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ পেশের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি এবং বাহিনী সদর দপ্তরসমূহ কর্তৃক গঠিত পর্ষদসমূহ প্রণীত প্রস্তাব ও সুপারিশসমূহ বিস্তারিত পরীক্ষা ও পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ প্রদানের জন্য কমিটি নিম্নরূপে গঠন করেছে :

২। **কমিটি গঠন :**

সভাপতি

১। ০১ X লেফটেন্যান্ট জেনারেল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

সদস্যবৃন্দ

২। ০১ X মেজর জেনারেল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

৩। ০১ X রিয়ার এডমিরাল, বাংলাদেশ নৌবাহিনী

৪। ০১ X এয়ার ভাইস মার্শাল, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

৫। ০১ X অতিরিক্ত সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

৬। ০১ X ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ

সদস্য-সচিব

৭। ০১ X ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

৩। **কমিটির কার্যপরিধি :**

১) বাহিনীত্রয় এর পর্ষদসমূহের সুপারিশ এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ/প্রস্তাবনার সাথে ভিন্নতা চিহ্নিতকরণ এবং মানবিক বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে সমাধানকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে গ্রহণযোগ্য সুপারিশ প্রদান করবে।

২) এই কমিটি সুপারিশ প্রণয়নের ক্ষেত্রে আবেদনকারীগণের সাক্ষাতকার ব্যতিরেকে শুধুমাত্র পূর্বে গঠিত কমিটি/পর্ষদসমূহে দাখিলকৃত দালিলিক তথ্য/নথি পর্যালোচনা/বিবেচনা করবে।

৩) এই কমিটি নতুনভাবে কোনো আবেদন গ্রহণ করবে না। পূর্ববর্তী কমিটি/পর্ষদসমূহে দাখিলকৃত আবেদনসমূহের মাঝে শুধুমাত্র এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে অর্থাৎ ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সালের ৪ঠা আগস্ট পর্যন্ত সময়কালীন বৈষম্যের শিকার অফিসারগণের আবেদনসমূহ বিবেচনা করবে।

৪) আগামী ০৭ মে ২০২৬ তারিখের মধ্যে কমিটির সভাপতি ও সদস্যগণের নামীয় তালিকা সেনাসদর (পিএস পরিদপ্তর) এ প্রেরণ করতঃ এই কমিটি পরবর্তী ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে মাননীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী) মহোদয়ের নিকট সুপারিশ পেশ করবে।

৪। **সাচিবিক সহায়তা, লজিস্টিকস ও অন্যান্য :**

সেনাসদর এই কমিটির প্রয়োজনীয় সকল সাচিবিক, লজিস্টিকস ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহায়তা প্রদান করবে।

৫। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু ইউসুফ মোঃ রেজাউর রহমান
অতিরিক্ত সচিব।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মজুরী বোর্ড শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩/১৭ মে ২০২৬

নং **৪০.০০.০০০০.০১৬.৩৪.০১১.২৬.৩৬**—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৪ মে ২০২৬ তারিখের ০৫.০০.০০০০.০০০.১৭৩.০৮.০২০.২৫-৪৪ নং প্রজ্ঞাপনের ধারাবাহিকতায় বেসরকারি খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠান/কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের জন্য সাধারণ ছুটি ঘোষণার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

তারিখ : ০৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/২০ মে ২০২৬

নং **৪০.০০.০০০০.০১৬.০৩২.০০৩.১৬-৩৭**—নং ৪০.০০.০০০০.০১৬.০৩২.০৩.১৬-২৮, তারিখ : ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ প্রজ্ঞাপন মোতাবেক বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ১৩৮ উপ-ধারা (৪) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপ-ধারা (৩) এর সহিত পঠিতব্য এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার জনাব মোহাম্মদ ফজলুল হক (জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর : ১৫২৬১০১৮০০২৯৬), স্বত্বাধিকারী, মেসার্স আল্লাই সল্ট ক্রাশিং এন্ড রিফাইনারী ইন্ডাস্ট্রিজ, ইন্দ্রপোল শিল্প এলাকা, পটিয়া, চট্টগ্রাম ও সাধারণ সম্পাদক, পটিয়া লবণ মিল মালিক সমিতি, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা: গ্রাম- আল্লাই, এইচ/২৯৭, হক সাহেবের বাড়ী, ডাকঘর-উজিরপুর-৪৩৭০, পটিয়া পৌরসভা, পটিয়া, চট্টগ্রাম, মোবাইল নম্বর : ০১৮১৯৮০৬৩৪৩- কে 'সল্ট ক্রাশিং' শিল্প সেক্টরের মালিকগণের প্রতিনিধি হিসেবে নিম্নতম মজুরী বোর্ড অতঃপর উক্ত বোর্ড বলিয়া উল্লিখিত, এর সদস্য নিয়োগ করা হয়; এবং

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ বিধি-১২৩ এর উপবিধি-৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার 'সল্ট ক্রাশিং' শিল্প সেক্টরে উক্ত বোর্ডের মালিকগণের প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ ফজলুল হক (জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর : ১৫২৬১০১৮০০২৯৬)- এর আসন এতদ্বারা শূন্য ঘোষণা করিল।

তারিখ : ০৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩/২১ মে ২০২৬

নং **৪০.০০.০০০০.০১৬.২২.০০১.২৪-৩৯**—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩২৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জনস্বার্থে "প্রাণ-আরএফএল" কৃষিপণ্য ভিত্তিক মৌসুমী প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১০০, ১০২, ১০৫ এবং ১১৪ এর বিধানের প্রয়োগ হইতে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে ০১ জুন ২০২৬ হতে ৩০ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত ০৬ (ছয়) মাসের জন্য অব্যাহতি প্রদান করিল।

শর্তাবলি :

১। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর পঞ্চদশ অধ্যায়ের ২১৪ নম্বর বিধি অনুযায়ী বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদান করিতে হইবে;

২। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে;

৩। অতিরিক্ত কাজের জন্য স্বাভাবিক মজুরির দ্বিগুন হারে মজুরি প্রদান করিতে হইবে;

৪। বিধি- মোতাবেক সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান করিতে হইবে;

৫। কেবলমাত্র স্বেচ্ছায় আগ্রহী শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময় কাজে নিয়োগ করা যাইবে;

৬। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করার বিষয়টি নিশ্চিত করিতে হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নিলুফার ইয়াসমিন
উপসচিব।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
(এনফোর্সমেন্ট-০১ শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/০২ জুন ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৯.০০.০০০০.০০০.০৫৫.২৭.০৮৩৯.২৬.২৭২**—যেহেতু, 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (সংশোধন) আইন, ২০২৩ ও তদধীনে প্রণীত বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স এবং সাব-এজেন্ট নিবন্ধন ও আচরণ) বিধিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী রিক্রুটিং এজেন্সি পরিচালনার জন্য তাদের অনুকূলে রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স নম্বর যথাক্রমে ২৫০৫, ১৪২৮ ও ১৭৫৫ (জাবাল-ই-নূর ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, আরএস ইন্টারন্যাশনাল, টিএস ওভারসীজ লিমিটেড) ইস্যু করা হয়েছে;

২। যেহেতু, ইস্যুকৃত লাইসেন্সের শর্ত অনুযায়ী 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (সংশোধন) আইন, ২০২৩ এবং তদধীনে প্রণীত সকল বিধি-বিধান পালনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে;

৩। যেহেতু, রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স নম্বর যথাক্রমে ২৫০৫, ১৪২৮ ও ১৭৫৫ (জাবাল-ই-নুর ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, আরএস ইন্টারন্যাশনাল, টিএস ওভারসীজ লিমিটেড)-এর বিরুদ্ধে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩' এর সংশ্লিষ্ট ধারা সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘনপূর্বক অন্তত ৩০ জন বাংলাদেশী নাগরিককে রাশিয়ায় প্রেরণ এবং দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্টকরণ ও উক্ত নাগরিকগণের জীবন ঝুঁকিপূর্ণকরণের বিষয়টি সন্তোষজনকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে;

৪। যেহেতু, উক্ত আইন লঙ্ঘনের কারণে দায়ী রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স প্রত্যাহার/বাতিল/স্থগিত/জরিমানা করার বিধান রয়েছে;

৫। যেহেতু, 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩' এর ধারা ১৩ অনুযায়ী রিক্রুটিং এজেন্সি (১) জাবাল-ই-নূর ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, (আর এল-২৫০৫), (২) আর এস ইন্টারন্যাশনাল (আরএল-১৪২৮) এবং (৩) টিএস ওভারসীজ লিমিটেড (আরএল-১৭৫৫)-এর লাইসেন্স জনস্বার্থে প্রত্যাহার করা সমীচীন প্রতীয়মান হয়েছে;

৬। সেহেতু, 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩' এর ধারা ১৩ অনুযায়ী রিক্রুটিং এজেন্সি (১) (জাবাল-ই-নূর ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (আরএল-২৫০৫), (২) আরএস ইন্টারন্যাশনাল (আরএল-১৪২৮) এবং (৩) টিএস ওভারসীজ লিমিটেড (আরএল-১৭৫৫)-এর লাইসেন্স জনস্বার্থে প্রত্যাহার করা হলো।

৭। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

প্রিয়াংকা পাল
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিগ্রহণ-১ শাখা
এল, এ কেস নং ৩৮/দুই/৭৯-৮০
'ঘ' ফরম

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩/০২ জুন ২০২৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৮.২১.১৩২—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৪-১২-১৯৮০ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তি সমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা: দিনাজপুর, উপজেলা: ফুলবাড়ী, মৌজা: কানাহার, জেল, এল নং-৫২

খতিয়ান	(এস, এ) দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
৯	১৬৩	০.০৮
১৩১	১৬৪	০.৪৮
১৪৭	১৮০	০.৭৩
৫১	১৮১	০.২৯
১৫০	১৮২	০.৩৪
৭১	১৮৩	০.২৪
১৫৮	১৮৪	১.২১
৩৭	১৮৭	০.০২
৯৩	১৮৮	০.১৩
৯২	১৮৯	০.১৬
১৫০	১৯০	০.১০
১১৭	১৯১	০.১৮
৫১	১৯২	০.১১
৪৫	১৯৩	১.৩৮
১২০	১৯৫	০.০৮
৪৫	১৯৬	০.০৬
১৯০	১৯৭	০.০৪
১৯১	১৯৮	১.২১
৪৫	১৯৯	০.৮১
১৯০	২০০	০.৬৪
৪৫	২০১	২.৩৯
১১৫	৩১৬	০.১৬
	মোট =	**১০.৮৪ একর**

জেলা: দিনাজপুর, উপজেলা: ফুলবাড়ী, মৌজা: গৌরীপাড়া, জেল, এল নং-৫১

খতিয়ান	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
১৬২	২৩৯	০.০৫
২৮৭	২৪০	০.৫১
২২৮	২৪১	০.২৯
	মোট =	**০.৮৫ একর**

দুই মৌজার মোট জমি (১০.৮৪ + ০.৮৫) = ১১.৬৯ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।